সম্ভাবনাঃ

- আলুর সাথে মসলা জাতীয় ফসল যেমনঃ পিঁয়াজ, কালোজিরা, ধনিয়া ইত্যাদি ফসলেল চাষ বৃদ্ধি করা যেতে পারে।
- রবি মৌসুমে উচ্চ মূল্যের সবজি যেমনঃ গাজর, টমেটো, লেটুস, ব্রকলি, ক্যাপসিকাম প্রভৃতির আবাদ বাড়ানো যেতে পারে।
- মাঝারী উচুঁ নীচু জমিতে ভাসমান বেডে সবজি চাষ কার্যক্রম গ্রহণ করা যেতে পারে।
- আলু প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প স্থাপন। সেই সাথে বিভিন্ন শিল্পের ব্যবহৃত কাঁচামাল উৎপাদন করা সম্ভব হবে।
- কৃষি যান্ত্রিকীকরণের সুফল ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে দেয়া।
- নিরাপদ ও বিষমুক্ত সবজি উৎপাদন বৃদ্ধি করে কৃষকের বাজার স্থাপন করা যেতে পারে।
- আড়িয়াল বিলে উৎপাদিত "মিষ্টি কুমড়াকে" উপজেলার ব্র্যান্ডিং করা যেতে পারে।
- কচুরিপানা দিয়ে বিভিন্ন হস্তশিল্প উৎপাদন করা যেতে পারে।
- চর এলাকায় স্বল্পকালীন তরমুজ ও মসলা জাতীয় ফসল- বিনা চাষে রসুন, পেঁয়াজ, কালোজিরা প্রভৃতি চাষ করা যেতে পারে।
- জলাবদ্ধতা নিরসন করা সম্ভব হলে এক ফসলী জমিকে দুই ফসলী জমিতে রুপান্তরিত করা সম্ভ হবে।
- রোপা আমনের আবাদ উচুঁ জমিতে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ বাড়ানো সম্ভব।
- আলুর পর ভূট্টার উৎপাদন ব্যাপকভাবে বাড়ছে। বিশেষ করে গো-খাদ্য/সাইলেজ হিসেবে ভূট্টার জনপ্রিয়তা বেড়েই চলেছে। ভুট্টার আবাদ বাড়ানো সম্ভব।
- সবজি ভিত্তিক প্রাকৃতিক হিমাগার তৈরি করা যেতে পারে।
- কৃষককে উদ্বুদ্ধকরণের মাধ্যমে অ্যাভোকাডো, কাজু বাদাম এর বাগান করা যেতে পারে।
- সর্জন পদ্ধতিতে মাচায় সবজি চাষ করা যেতে পারে।

সমস্যাঃ

- বিভিন্ন ইউনিয়নে জলাবদ্ধতার জন্য উল্লেখযোগ্য পরিমাণ উৎপাদন কমে যাচ্ছে।
- কৃষি পণ্যের ন্যায্য মূল্য কৃষক পায় না।
- কৃষি পণ্য সংরক্ষণের অভাব।
- বিভিন্ন কৃষি জমির পরিমাণ দিন দিন কমে যাচ্ছে।
- অধিকাংশ কৃষক বর্গাচাষী, নতুন প্রযুক্তি গ্রহণে সিদ্ধান্ত নিতে পারে না।